135

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 APR 1998

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

# আজ এসএসসি পরীক্ষা

আজ শুরু হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা। এ বছর পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ২ লাখ ১৬ হাজার ৭৪৪ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে ঢাকা বোর্ডে। রাজশাহী বোর্ডে ২ লাখ ১২ হাজার, কুমিল্লা বোর্ডে প্রায় দেড় লাখ, যশোর বোর্ডে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৮ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬২ হাজার ২৬৮ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এবারের পরীক্ষা হবে একই সাথে নতুন ও পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী। দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, অপরিকল্পিত ও দীর্ঘ পাঠ্যসূচী, শিক্ষকগণ পাঠদানে অক্ষম এমন বই পাঠ্য করা, এক বছরে পাঁচবার সিলেবাস বদল, রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাস করার নিয়ম প্রবর্তন, উচ্চতর গণিতে ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং মশা ও লোডশেডিংয়ের তীব্র যন্ত্রণার বোঝা মাথায় নিয়ে এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। শিক্ষক মহল ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে খবরে আরো বলা হয়েছে যে, উল্লেখিত সমস্যার কারণে এবারে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার সর্বনিম্নে নেমে আসার আশংকা রয়েছে। এছাড়া, পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ও গোলযোগের আশংকাও করা হচ্ছে। বিশেষ করে, নকলের পেছনে প্রভাবশালী মহলের ইন্ধন থাকার সম্ভাবনার কারণে অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে এই গোলযোগের আশংকার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, সুষ্ঠুভাবে ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রণালয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে। পুলিশের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর ২শ' গজের মধ্যে একত্রে ৪ ব্যক্তির ঊর্ধ্বে জমায়েত ও চলাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসনকে পরীক্ষা সংক্রান্ত যে নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, প্রশ্নপত্র মিলানোর অজুহাতে পরীক্ষার দিনের পূর্বে কোনো অবস্থাতেই প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক না খোলা, পরীক্ষার হলে প্রবেশের সময় দেহ তল্লাশি, পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিটের মধ্যে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র কেন্দ্র সচিবের জিম্মায় নেয়া, ভিজিলেন্স টিম গঠন, উত্তরপত্রসমূহ নিরাপদভাবে প্যাকিং ও সীলগালা করে প্রতিদিন বোর্ডে পাঠানো ইত্যাদি। এছাড়া, নকলপ্রবণ কেন্দ্রে অধিক পুলিশ ও প্রয়োজনে বিডিআর মোতায়েনের নির্দেশও দেয়া হয়েছে। গৃহীত কর্তৃপক্ষীয় এসব বিধি-ব্যবস্থা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এবার এসএসসি পরীক্ষায় নকল ও গোলযোগের আশংকা কর্তৃপক্ষেরও রয়েছে। পরীক্ষায় নকল ও গোলযোগ বিষয় হিসেবে মোটেই নতুন নয়। ইতিপূর্বে এসব ঘটতে দেখা গেছে। সেই সাথে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতেও দেখা গেছে। নির্ধারিত বিষয়ের বদলে ভিন্ন দিনের ভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র হলে বিতরণ করার মত ঘটনাও ঘটেছে। আর এসবের দরুন লাখ লাখ পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া, কম্পিউটারের ভ্রান্তির ফলে পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিতে মারাত্মক ত্রুটিতো বটেই এবং এমনকি, ফলাফলেও মারাত্মক বিপত্তি ঘটতে দেখা গেছে গত কয়েক বছরেই। এবারও যশোর বোর্ড থেকে স্থানীয় কেন্দ্র সচিবের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রেরিত অসংখ্য প্রবেশপত্রে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য তালিকায় মারাত্মক ত্রুটি ধরা পড়ায় শত শত ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া, যে ছাত্র আদৌও পরীক্ষার ফরম পূরণ করেনি, তার নামে প্রবেশপত্র এসেছে, কিন্তু যে ফরম পূরণ করেছে, তার নামে প্রবেশপত্র আসেনি। বোর্ডের জনৈক দায়িত্বশীল কর্মকর্তার বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, এই ভুলত্রুটির ব্যাপারটি ঘটছে প্রধানতঃ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে।

ফলাফল থেকে শুরু করে পরীক্ষা সংক্রান্ত অনেক বিষয়েই গত কয়েক বছর ধরে যেসব মারাত্মক ভুলত্রুটি ও বিভ্রান্তি ঘটে চলেছে, তার জন্য মূলতঃ যে কম্পিউটার দায়ী—একথা সংশ্লিষ্ট মহল থেকে বরাবরই উল্লেখ করা হচ্ছে। কিন্তু, তারপরও কেন কম্পিউটারের বিভ্রান্তি থেকে পরীক্ষার ফলাফলসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে মুক্ত রাখা যাচ্ছে না? এ প্রশ্ন এজন্যই ওঠে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কম্পিউটারের ওপর দায় চাপিয়ে দিয়ে যতই দায়িত্ব খালাসের চেষ্টা করুন না কেন, দায়িত্ব তাদের খালাস হয় না। প্রতি বছরই অসংখ্য পরীক্ষার্থী এসব ভুলভ্রান্তির জন্য চরম ভোগান্তির শিকার হয় এবং ফলাফলের বিভ্রান্তির জেরতো সারা জীবন ধরেই টানতে হবে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীকে। সর্বোপরি, এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকারই পদদলিত করা হচ্ছে। আমরা আবারও বলতে চাই, কম্পিউটারের ব্যবহার হয় সুষ্ঠু ও ত্রুটিমুক্ত করা হোক, না হয় পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কম্পিউটার ব্যবহার বাতিল করা হোক। এছাড়া, অপরিকল্পিত ও দীর্ঘ পাঠ্যসূচী, এক বছরে ৫ বার সিলেবাস বদলসহ যেসব অব্যবস্থা নিয়ে এবার পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, ভবিষ্যতের পরীক্ষার্থীদের যেন এ ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি না হতে হয়—সেজন্যও কর্তৃপক্ষকে গোড়া থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। পরিশেষে আমরা বলবো, নকলসহ যেসব গোলাযোগের আশংকা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে করা হচ্ছে, যে কোন মূল্যে এসব আশংকার ছোবল থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষাকে মুক্ত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার পরিচয় রাখতে হবে।